

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

145950 - খ্রিস্টমাসের সময় মুসলমানদের উৎসব করা ও বলুন দিয়ে ঘরবাড়ি সাজানোর বধিান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যুক্তরাজ্যেরে যসেব মুসলমান খ্রিস্টমাস (বড়দিন) এর মটসুমতে খ্রিস্টমাসেরে দিনি অথবা এরপরে নজিদেরে বাড়ীতে তাদরে মুসলমি পরবিাররে জন্য নশৈভোজরে আয়োজন করে তাদরেকে আপনারা কি উপদশে দবিনে। যমেন- তুর্কি মেরগরে রোস্ট তরৈ করা, খ্রিস্টমাস কনেদ্রকি অন্যান্য নশৈ খাবাররে আয়োজন করা। বলুন ও কাগুজে ফুল দিয়ে নজিদেরে বাড়ীঘর সজ্জতি করা। গোপন সান্তা প্রথা পালন করা। সটো এ রকম- প্রত্যকে আত্মীয় গোপনে উপস্থতি কারো জন্য বিশিষে একটা উপহার নরিবাচন করবে। যার জন্য উপহারটি কনো হয়ছে তাকে দেয়ার জন্য উপহারটি অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবে; কনিতু তাকে জানাবে না য, সকে কে? (সান্তাকলজরে ব্যাপারে আজগুবি বিশ্বাস অপনোদন করতে গিয়ে গোপন সান্তা প্রথটি অমুসলমিদরে মধ্য যারা খ্রিস্টমাস পালন করে তাদরে মাঝে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।) এই কাজটি কি হালাল; নাকি হারাম? যদি এ ধরণরে অনুষ্ঠানে মুসলমান ছাড়া (আত্মীয়স্বজন ছাড়া) অন্য কটে হাজরি না হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। য়ে উৎসবরে কথা আপনি উল্লেখ করেছেন এটা হারাম তাত্তে কোন সন্দহে নহে। যহেতে এর মধ্যে কাফরেদেরে সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এটা সবার জানা আছে য়ে, মুসলমানদেরে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা ছাড়া আর কোন উৎসব নহে। সপ্তাহরে ঈদরে দিনি হছে শুক্রবার। এর বাইরে অন্য কোন ঈদ-উৎসব নশিদিধ। এর বাইরে য়ে কোন উৎসব হয় বদিআতরে মধ্যে পড়বে; যদি আল্লাহর নকৈট্য প্রাপ্তির আশায় সটো পালন করা হয়; যমেন-ঈদে মলিাদুননী। অথবা কাফরেদেরে সাথে সাদৃশ্যরে পর্যায় পড়বে; যদি প্রথা হিসেবে সটো পালন করা হয়; আল্লাহর নকৈট্য লাভরে আশায় নয়। কারণ এ ধরণরে বদিআত উৎসব চালু করা আহলে কতিবদেরে কর্ম; যাদরে বরিদ্ধাচরণ করার জন্য আমরা আদষ্টি হয়ছে। যদি এই উৎসব-ই তাদরে উৎসব হয় তখন হুকুম কমন হবে! এ মটসুমতে বলুন দিয়ে ঘর সাজানো কাফরেদেরে উৎসব পালনে প্রকাশ্য অংশগ্রহণ করার নামান্তর। মুসলমানদেরে উচিত নয়- এ দবিসগুলো উদযাপন করা, এ উপলক্ষে ঘরবাড়ী সাজ-সজ্জা করা বা খাবার-দাবার প্রস্তুত করা। মুসলমানদেরে এগুলো করা মানতে কাফরেদেরে উৎসবে অংশ গ্রহণ করা। কাফরেদেরে উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম- এ বিষয়ে কোন সন্দহে নহে। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: মুসলমানদেরে জন্য হারাম কাফরেদেরে উৎসব উপলক্ষে সমবতে হওয়া, তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা, উপহার বনিমিয় করা, মষ্টি বিতিরণ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করা, খাবার বতিরণ করা অথবা কর্মস্থল থেকে ছুটি কাটানো ইত্যাদি। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।” শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর “ইকতাদিউস সরিাতলি মুসতাকমি মুখালফিতু আসহাবলি জাহমি” গ্রন্থে বলেন: তাদের উৎসবের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণের অনবির্ষ ফলাফল হলো- অসত্যের অনুসরণ সত্ববে তাদের অন্তরাত্মকে খুশি করা। এটাকে তারা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং দুর্বল ঈমানদারকে ভাগিয়ে নেয়ার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে।”[সমাপ্ত] যে ব্যক্তি এগুলোতে অংশ নলি সটো সটোজন্যের খাতরি হোক, সম্প্রকের কারণে হোক, লজ্জায় পড়ে হোক অথবা অন্য যে কোন কারণে হোক না কেন সে গুনার কাজ করল। কারণ এটি আল্লাহর দ্বীনরে ক্ষতেরে আপোষ; এতে কাফরেদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ধর্মীয় গটোরব উজ্জীবতি হয়” [শাইখ উছাইমীনরে ফতয়োাসমগ্র, ৩/৪৪] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার এ বিষয়ে বসিতারতি একটি জিবাব আছে। সটো হচ্ছ- তাঁকে এমন মুসলমানদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নওরোজ উৎসবে খাবার তরৌ করে; ইপপিফানি, যীশুর জন্মদনি, পবতির বৃষ্পতবার (Maundy Thursday), পবতির শনবার (Holy Saturday) ইত্যাদি দিবস পালন করে; যারা খ্রিস্টানদের কাছে এমন জনিসিপত্র বক্রিকরে য়েগুলো তারা উৎসব পালনে ব্যবহার করে। মুসলমানদের জন্য এসব করা কি জায়যে? নাকি নাজায়যে? তনি জিবাবে বলেন: আলহামদু লিল্লাহ। মুসলমানদের জন্য তাদের উৎসবেরে কোনকছুতে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। না, তাদের খাদ্যদ্রব্যেরে ক্ষতেরে, না পোশাকে, না গোসলে, না অগ্নি প্রজ্বলনে, না প্রাত্যহকি কাজকর্ম বা ইবাদত থেকে অবকাশ নেয়ার ক্ষতেরে, কোন ক্ষতেরেই নয়। তমেনি ভোজ-অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিমিয় করা, তাদের উৎসবেরে সটোজন্যে বচোবক্রিকরা, শিশুদেরকে তাদের উৎসবেরে খলোয় যতে দেওয়া, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা ইত্যাদি কোনটি জায়যে নয়। মোদ্দাকথা, অরথাং তাদের উৎসবেরে দনিকে কোন প্রকারে বশিষেত্ব দয়ো মুসলমানদের জন্য জায়যে নয়। বরং মুসলমানদের নকিট সে দনিটিও অন্য দনিগুলোর ন্যায়। মুসলমানগণ তাদের উৎসবেরে কোন বশিষিট্য ধারণ করবে না। আর প্রশ্নে যে বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে- এ বিষয়ে আলমেগণেরে মধ্যে কোন মতভদে নই। বরং কোন কোন আলমেরে মতে, এগুলো যারা করে তারা কাফরে; যহেতে এগুলো করার মধ্যে কুফরনিদির্শনরে প্রতীসম্মান প্রদর্শন করা হয়। অপর একদল আলমে বলেন: “যে ব্যক্তি তাদের উৎসবেরে দনি কোন পশু জবাই করল সে যনে শূকর জবাই করল।” আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন: “যে ব্যক্তি বিধর্মী দেশেরে অনুসরণ করে, তাদের নওরোজ বা মহেরেজান পালন করে, তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং মৃত্যু অবধি এর উপর থাকে তার হাশর তাদের সাথে হবে”। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সাবতে আদ-দাহহাক থেকে বর্ণতি হয়েছে তনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায় এক ব্যক্তি ‘বুআনা’ নামক স্থানে (মক্কার নকিটবর্তী) একটি উট জবাই করার মানত করছিলি। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নকিটএসে বলল: আমি ‘বুআনা’ নামক স্থানে একটি উট জবাই করার মানত করছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেসে করলেন: সখোনে কি জাহলৌ যামানায় কোন মূর্তি ছিলি; যে মূর্তিরি পূজা করা হত? সে লোক বলল: না। নবী সাল্লাল্লাহু

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসে করলেন: সখোন কে কিকোন জাহলৌ উৎসব পালন হত? সবে বলল: না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তোমার মানত পূরণ কর। পাপঘনষ্ট মানত পূরণ করতে হয় না; বনি আদমেরে সামর্থ্যে যা নহে সবে মানত পূরণ করতে হয় না।”এখানে দেখো যাচ্ছে মানত পূরণ করা ফরজ হওয়া সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত সবে লোককে মানত পূরণ করার অনুমতি দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে অবহতি করা হয়েছে যবে, সখোন কে কাফরেদেরে কোন উৎসব পালতি হত না। তিনি আরও বলছেন: “পাপঘনষ্ট মানত পূরণ করতে হয় না”। যদি যবে স্থানে কাফরেদেরে উৎসব হত সবে স্থানে পশু জবাই করাটাই পাপ হয় তাহলে সরাসরি তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা কোন পর্যায়ে পাপ? বরং খলফা উমর (রাঃ), সাহাবায়েরে করোম ও শীর্ষস্থানীয় আলমেগণ তাদের (কাফরেদেরে) উপর শর্তারোপ করছিলেন যবে, মুসলমান দেশে তারা প্রকাশ্যে তাদের উৎসব পালন করতে পারবে না। তারা গোপনে তাদের ঘরবাড়ীতে সটৌ পালন করবে। অতএব, মুসলমানরো নিজিরো প্রকাশ্যে এসব পালন করাটা কমন হতে পারে? এমনকি উমর (রাঃ) বলছিলেন: বধির্মীদেরে ভাষা শখিবে না। মুশরকদেরে উৎসবেরে দিনি তাদের উপাসনালয়ে প্রবশে করবে না। কারণ তখন তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট অবতীরণ হতে থাকে।” আর প্রবশেকারীর উদ্দেশ্য যদি হয় প্রদর্শনী বা এ জাতীয় কিছু সটৌও নষিদিধ। কারণ তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট নাযলি হয়। অতএব, যবে ব্যক্তি এমন কিছু করে যা তাদের ধর্মেরে নদির্শন, যা করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট নাযলি হয় তার ব্যাপারটি কমন হতে পারে?

সলফে সালহীন একাধিক আলমে আল্লাহর বাণী: “এবং যারা الزور এ উপস্থতি থাকে না।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৭২] সম্পর্কে বলছেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে- “বধির্মীদেরে উৎসব”। কিছু না-করে শুধু উপস্থতি থাকার ব্যাপারে এটি বলা হয়েছে, তাহলে বধির্মীদেরে নিজস্ব খাস কাজগুলো যদি করা হয় তাহলে এর বধিন কী হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুসনাদ ও সুনানসমূহে বর্ণতি আছে তিনি বলেন: “যবে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়েরে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সবে তাদের দলভুক্ত।” অন্য এক রোয়েয়াতে আছে, “যবে ব্যক্তি বধির্মীদেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সবে আমাদের দলভুক্ত নয়।”। হাদিসটির সনদ জায়দি (ভাল)। যদি সাধারণ অভ্যাসেরে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণেরে বধিন এটি হয় তাহলে তাদের বশিষে বশিষে বষিয়ে সাদৃশ্য গ্রহণেরে বধিন কমন হবে?... [সমাপ্ত] [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৪৮৭), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/৩২৯)।

আরও জানতে দেখুন প্রশ্ন নং- 13642। আল্লাহই ভাল জানেন।